শিশু জগৎ

বিন্দুগুলি যুক্ত করো

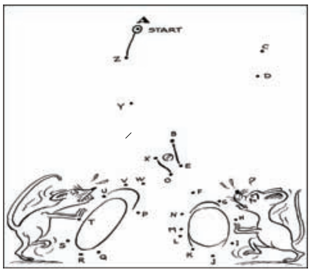

গোলক ধাঁধা

সুডোকু মেলাও **বুদ্ধি বাড়াও**

	6		1				8	
				3				6
		3	6	8		7		2
	1				5	8	7	9
2	8	9	4			6		
5		8		1	6	4		
4				5				
	7				9		2	

গতকালের সমাধান

5	4	3	7	1	6	8	2	9
2	7	8	9	3	4	5	6	1
6	9	1	8	5	2	7	3	4
9	5	7	1	2	8	3	4	6
1	8	4	6	9	3	2	7	5
3	2	6	4	7	5	1	9	8
7	1	5	2	4	9	6	8	3
8	3	9	5	6	7	4	1	2
4	6	2	3	8	1	9	5	7

আবহাওয়া

পূর্বাভাস: রবিবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে যথাক্রমে ৩৫ ডিগ্রি ও ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। **তাপমাত্রা:** শনিবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ৩৫ ডিগ্রি ও ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। **আপেক্ষিক আর্দ্রতা:** সর্বাধিক ৫২ শতাংশ। **সূর্যোদয়:** ঘ ৫।১৪, **সূর্যাস্ত:** ঘ ৫।৪৮। **জোয়ার:** ভোর ৫.১৪। **ভাঁটা:** বিকাল ৫.৪৮।

— সমাধানের নিয়ম —

এমন ভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে যেন প্রতিটি সারিতে ও প্রতিটি কলমে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

বিজ্ঞপ্তি

এই পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপন ও তার বিষয়ে কোনও দায়িত্ব আমরা স্বীকার করি না এবং আমাদের ওপর বর্তায় না।

–সম্পাদক

মুদ্রা বিনিময় হার

RBI REFERENCE RATE

INR / 1 USD	: 64.2170
INR / 1 Euro	: 69.8809
INR / 100 Jap. YEN	: 57.7200
INR / 1 Pound Sterling	: 82.8271

শেয়ারসূচক

BSE	29,461.45	▼ -111.34
NIFTY	9173.75	▼ -38.10

শব্দলিপি- ৮৭২

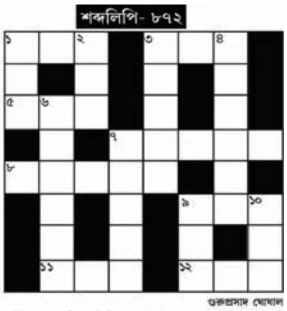

গুরুপ্রসাদ ঘোষাল

পাশাপাশি ঃ ১। যে নারীর স্বামী জীবিত ৩। কর্মকার ৫। মামা ৭। উত্তরপ্রদেশের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ৮। খুব তাড়াতাড়ি ৯। শুল্ক দেয় এমন ১১। গোঁড়ালেবু ১২। নাপিতের অস্ত্র

উপরনীচ ঃ ১। বিভীষণপত্নী ২। বর্ষা ৩। 'শোলোক বলা ------ কই' ৪। রমনী প্রিয় ৬। প্রাচীনকালে ব্যবহৃত তুলা থেকে প্রস্তুত কাগজ ৭। ঔরঙ্গজেবের উপাধি ৯। কোন সময় ১০। শাসন

সমাধান ঃ শব্দলিপি - ৮৭১

পাশাপাশি ঃ ১। বাহানা ৫। পলকা ৬। ডাকঘর ৭। কদর ৯। আমল ১০। মারধর ১২। কবুল ১৩। লড়াক

উপরনীচ ঃ ১। বাহক ২। নানারকম ৩। আপনার ৪। টাকার কুমির ৬। ডাকহরকরা ৮। দলমাদল ৯। আমলক ১১। ধনুক।

নবদ্বীপ রেল স্টেশন চত্বর ছিনতাইবাজদের স্বর্গরাজ্য, অভিযোগ রেলযাত্রীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা,নদিয়া : ব্যান্ডেল-কাটোয়া রেল শাখার নবদ্বীপ রেল স্টেশনে চত্বরে দিনের পর দিন অসামাজিক কাজ ও ছিনতাইবাজদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগের পর অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। কয়েকদিন আগে সকালবেলাতেই নবদ্বীপ রেল স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের সামনে সিটে বসে থাকা এক মহিলার কাছ থেকে এক দুষ্কৃতকারী তার ব্যাগ ধরে টেনে হিচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ওই মহিলা চিৎকার করে দুষ্কৃতকারীকে রুখে না দিলে তার ব্যাগটিই খোয়া যেত। যদিও প্রকাশ্য দিনের আলোতে এই ধরনের ঘটনায় কোনও যাত্রী এগিয়ে আসেনি বলে খবর। ট্রেন ধরতে আসা যাত্রীদের অভিযোগ যে ওই দুষ্কৃতকারী অনায়াসেই দৌড়ে পালিয়ে গেল। এছাড়াও প্রায় অভিযোগ যে ট্রেন থেকে খোয়া যাচ্ছে মানি ব্যাগ। কয়েকদিন আগে রাত ৮টা নাগাদ ট্রেন ধরতে এক যাত্রী রেল স্টেশন থেকে ট্রেনে চাপতেই দেখেন যে তার মানিব্যাগ নেই। কয়েক মিনিটের মধ্যে হাপিস হয়ে গেছে মানিব্যাগটি। আরও জানা গেছে, যে রাাতের দিকে বহু যাত্রী ডাউন ট্রেন থেকে নবদ্বীপ রেল স্টেশনে নামেন। ট্রেন থেকে নামার পরে কিছুটা অন্ধকার থাকায় ওই সময় কোনও ভাল প্রতীক্ষালয়ে জায়গা না পেয়ে রেলের টিকিট কাউন্টারের সামনে রাত কাটাতে গিয়ে যাত্রীরা বহু সামগ্রী খুইয়ে বাড়ি যান। অথচ শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান নবদ্বীপ ধাম রেল স্টেশনে নেই শৌচাগার ও বাথরুম। পানীয় জলে নোংরা বের হয়। জল পান করার পক্ষে ঠিক নয়। এটি মডেল রেল স্টেশন হবে বলে বহুদিন আগেই রেলমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু রেল স্টেশনটিতে অসামাজিক কাজের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। এ কথা মেনে নিয়েছে রেল স্টেশনের দায়িত্বে থাকা আরপিএফ। তাদের কাছে বহু সময় নানা ধরনের চাপ আসায় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে হয় বলে জানা গেছে। একটা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে শ্রীচৈতন্য ভূমি নবদ্বীপ রেল স্টেশন চত্বর। এই ব্যান্ডেল-কাটোয়া রেল শাখাতে এক্সপ্রেস ট্রেন সহ একাধিক ট্রেন যাতায়াত করে থাকে। কিন্তু নিরাপত্তার অভাব। এই নিরাপত্তা নিয়ে জিআরপি তরফে জানা গেছে, এই রেল স্টেশন চত্বরে আমাদের পুলিশ ছাড়াও সিভিক পুলিশ সর্বদা থাকে। জানা নেই কী অসামাজিক কাজ হচ্ছে। তবে আমরা সর্বদা সতর্ক থাকি। দুষ্কৃতকারীর দৌরাত্ম্য কমাতে কড়া অভিযান চালাই। তবুও আমরা বিষয়টি দেখছি। আরপিএফ সূত্রে জানা গেছে, রেল স্টেশনের পরিকাঠামোর অভাব থাকার কারণে যাত্রীদের চরম সমস্যা হয়। কেপমারি বাড়ছে। আরপিএফ কোনও উত্তর দিতে পারেনি, যদিও আড়ালে আবডালে স্বীকার করে নিয়েছে। রেল স্টেশনমাস্টার জানিয়েছেন বিষয়টি জিআরপিএফের দেখার কথা। তবুও দেখছি। প্রায়ই নবদ্বীপ রেল স্টেশনে বহু যুবক-যুবতীদের পালিয়ে এসে থাকতে দেখা যায়। কখনও কখনও আরপিএফ ও জিআরপিএফের তৎপরতায় উদ্ধার হলেও ফের একই ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ।

সভা-সমিতি

রামকৃষ্ণ মঠ (বলরাম মন্দির)। আজ সোমবার আলোচনায় : ভগবান শঙ্করাচার্যের জীবনী ও বাণী। গায়ক/পাঠক : স্বামী চিদরূপানন্দ মহারাজ ও শ্যামলাল মিত্র।

সময় : ৫.১৫

ভাগ্যলিপি

মেষ

প্রেম ও ব্যবসার ক্ষেত্রে দিনটা অত্যন্ত শুভ।

বৃষ

হঠাৎ কোনও সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায়ীদের পক্ষে দিনটি ভাল।

মিথুন

নিজের মনের কথা জানানোই এটাই সেরা সময়। কাছে পিঠে সপরিবারে ঘুরে আসতে পারেন।

কর্কট

হঠাৎ কোনও উপহার পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা অর্জন করবেন।

সিংহ

কোনও নারীর সাহায্যে সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন।

কন্যা

পরিবারের দিকে আরও সময় দেওয়ার প্রয়োজন।

তুলা

কোনও আনন্দ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন।

বৃশ্চিক

সমমনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের সহচার্য্য লাভ করবেন।

ধনু

নতুন কোনও সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন।

মকর

দীর্ঘদিনের কোনও ইচ্ছাপূরণ হতে পারে।

কুম্ভ

দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যে কাজ শুরু করার পক্ষে এটাই সেরা সময়। সুযোগের সৎ ব্যবহার করুন।

মীন

আজ আপনার ইচ্ছাশক্তি চূড়ান্ত সীমায় থাকবে।

প্রবীণদের পাশে হাওড়া সিটি পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া: কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে বরিষ্ঠ নাগরিকদের সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়। সেই দেখে হাওড়া সিটি পুলিশও হাওড়ায় বয়স্কদেরও সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল। হাওড়ার শরৎসদনে এই প্রকল্পে কমিশনার ডিপিসি একথা জানান। তিনি জানান, এই প্রকল্পের নাম 'শ্রদ্ধার'। হাওড়ার শরৎ সদনে এই প্রকল্পের অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। বয়স্ক মানুষ যাদের সন্তানরা কর্মসূত্রে বাইরে থাকে বা যারা সন্তানহীন, কর্মক্ষমতা তাদের আর বেশি নেই। তাদের জন্যই এই প্রকল্প বলে জানান কমিশনার। তাঁদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্যই এই প্রকল্প বলে তিনি জানান। এর জন্য 'শ্রদ্ধার' সদস্য হতে হবে। সদস্য হলে তাঁদের পরিচয়পত্র দেওয়া হবে। তারপর সেই সকল সদস্য সমস্যায় পড়লে সংগঠনকে জানালে সিটি পুলিশ উদ্যোগ নেবে। মূলত একাকী বয়স্কদের জন্যই এই উদ্যোগ। এদিনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সমবায়মন্ত্রী অরূপ রায়, ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী লক্ষ্মীরতন শুক্লা, মেয়র চিকিৎসক রথীন চক্রবর্তী সহ পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। এ ছাড়াও সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ বিষয়ে চারটি স্কুলকেই এদিনের অনুষ্ঠানে পুরস্কৃতও করা হয় ভাল কাজের জন্য।

মেমারিতে রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা,বর্ধমান : তীব্র গরমে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে ব্লাডের চাহিদা পূরণে মেমারি কলেজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সংসদ বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ব্লাড ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় মেমারি কলেজে এক রক্তদান শিবির করে। শিবিরের উদ্বোধন করেন বিধায়ক উজ্জ্বল প্রামাণিক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেমারি ১ নং ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সভাপতি বাপ্পাদিত্য ব্যানার্জি, কর্মাধ্যক্ষ নিত্যানন্দ ব্যানার্জি ও কলেজ অধ্যক্ষ দেবাশিস চক্রবর্তী, ছাত্র নেতা মুকেশ শর্মা প্রমুখ। এই শিবিরে মোট ১০১ জন রক্তদান করেন। প্রচণ্ড গরম পড়তেই রক্তের আকাল শুরু হয়েছিল। রক্ত সংকট কাটাতেই এই ধরনের রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

নির্মল বিদ্যালয় অভিযানের আওতায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সূচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কাকদ্বীপ : সর্বশিক্ষা মিশনের উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার এক হাজার বিরানব্বইটি বিদ্যালয়ে নির্মল বিদ্যালয় অভিযানের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু হল। সর্বশিক্ষা মিশনের জেলা প্রকল্প আধিকারিক জানান প্রথম পর্যায়ে প্রত্যেকটি বিদ্যালয় থেকে একজন করে শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। পরবর্তীকালে পর্যায়ক্রমে সবাইকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

কাকদ্বীপ মহকুমার সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক অরবিন্দ মণ্ডল বলেন, মহকুমার একশো সাতাত্তরটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের একদিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এই প্রশিক্ষণে মূলত বিদ্যালয়ের পরিবেশ, শৌচাগার, শ্রেণিকক্ষ ইত্যাদির ব্যবহার, সেগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে নজর দিতে হবে। বিদ্যালয় থেকেই ছাত্র-ছাত্রীরা শিখবে এবং তার নিজের বাড়িঘর, এলাকাকে সুন্দর রাখতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্মল মিশন বাংলাকে সফল করার এটি একটি প্রয়াস।

উলুবেড়িয়ায় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু কলেজ ছাত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া: শনিবার সকাল ৯টা ২৬ মিনিট নাগাদ উলুবেড়িয়া স্টেশনে আপ কান্ডারী এক্সপ্রেসের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক কলেজ ছাত্রীর। মৃত ছাত্রীটি আন্দুল কলেজের ছাত্রী। জানা গেছে, হাওড়া থেকে দিঘার উদ্দেশে প্রবল গতিতে আসছিল কান্ডারী এক্সপ্রেস। সেই সময় হাওড়ার পাঁচলার বাসিন্দা ওই ছাত্রী লাইন পারাপার করছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কানে হেডফোন লাগিয়ে ওই ছাত্রী লাইন পারাপার করছিল। রেলের ঘোষকরা রেল স্টেশনে থ্রু ট্রেন আসছে বলে ঘোষণাও করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু কানে হেডফোন লাগিয়ে ছিল তাই কানে শুনতে পায়নি। কান্ডারী এক্সপ্রেসের ধাক্কায় লাইনের ধারে ছিটকে পড়ে ওই ছাত্রীটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। এই ঘটনায় মৃতার পাড়ায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

সম্পত্তির লোভে বাবা-মাকে পেটাল বড় ছেলে

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া: সম্পত্তির লোভে বাবা-মাকে পেটাল বড় ছেলে। এমনই অভিযোগ উঠে এসেছে হাওড়ার ডোমজুড় থানার বাঁকড়া শরৎপল্লিতে। আক্রান্তের ছোট ছেলে এ ব্যাপারে বাঁকড়া ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেছেন। জানা গেছে, আক্রান্ত বাবার নাম নিরঞ্জন পর্বত (৮৫)। তিনি বর্তমানে হাওড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নিরঞ্জনবাবুর ছোট ছেলে সুশীল পর্বত জানান, তারা ছয় ভাই-বোন। কিন্তু বড়দা নীহাররঞ্জন প্রায়ই বাবা-মাকে চাপ দিচ্ছিল তার নামে সব সম্পত্তি লিখে দেওয়ার জন্য। এদিন সকালে পারিবারিক কলহে সে বাবাকে ঠেলে ফেলে দেয়। তার বউ-মেয়েও মাকে মারধর করে। বাবা গুরুতর আহত হন।

তৃণমূল ভবনে সিবিআইয়ের জেরার ট্রেনিং দিচ্ছে মুকুল : কুণাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া: 'নারদায় জড়িয়ে পড়া তৃণমূল নেতাদের নিয়ে আইনজীবীদের সঙ্গে নিয়ে মুকুল রায় ট্রেনিং দিচ্ছেন। কী কী প্রশ্নের মোকাবিলা করা হবে তা নিয়ে রিহার্সাল চলছে।' শনিবার হাওড়ার সাঁতরাগাছির এক ভদ্রমহিলার করা মামলায় হাওড়া আদালতে হাজিরা দিতে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই কথাই বললেন কুণাল ঘোষ। তিনি আরও বলেন, নারদ কিংবা সারদা মামলায় জড়িয়ে যাওয়া তৃণমূল নেতাদের উচিত সিবিআই জেরায় সব সত্য কথা অকপটে স্বীকার করা। কারণ মিথ্যা কথা বললে তারা নিজেরাই জড়িয়ে পরবেন। আমি জেরার সময় সিবিআইকে তদন্তে সাহায্য করেছিলাম। ওদের উচিত তাই করা। তার ওপর তৃণমূল সাংসদ মুকুল রায় এখন তৃণমূল ভবনে সবাইকে নিয়ে জেরায় কী কী প্রশ্ন করা হবে, মোকাবিলা কীভাবে করা হবে তার রিহার্সাল করছেন বলে আমি জানতে পেরেছি বলে এদিন কুণাল ঘোষ সাংবাদিকদের জানান।

খুনের অভিযোগে ফাঁসির আদেশ বারাসত আদালতের

নিজস্ব সংবাদদাতা,বারাসত : স্ত্রী এবং ছেলেকে আগুনে পুড়িয়ে খুন করার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে ফাঁসির নির্দেশ দিল উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসত আদালত। সেই সঙ্গে এই কাজে মদত দেওয়ার অভিযোগে ফাঁসিপ্রাপ্ত ব্যক্তির মাকে যাবজ্জীবন সাজার নির্দেশ দিল আদালত। শনিবার বারাসত ফাস্ট ট্রাক ফিফথ কোর্টের বিচারক বিবেকানন্দ সুর এই রায় দেন। জানা যায়, ২০০৬ সালের ৭ মার্চ অশোকনগরের খোদ্দেলপুরের বাসিন্দা জাহাঙ্গির সাহাজি (৪০) তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মনজুরা বিবি ও জাহাঙ্গিরের প্রথম পক্ষের ছেলে ইমরান সাহাজিকে (৭) নৃশংসভাবে আগুনে পুড়িয়ে খুন করে। সেই সঙ্গে এই কাজে জাহাঙ্গিরের মা রোশনারা বিবি প্রত্যক্ষভাবে মদত দেওয়ায় তাকে যাবজ্জীবন সাজার নির্দেশ দেওয়া হয়। জানা যায়, এই জাহাঙ্গিরের সঙ্গে বিয়ে হয় দত্তপুকুরের ফলতি এলাকার বাসিন্দা নাসিয়া বিবির। তাদের দুই সন্তানও ছিল। যাদের মধ্যে প্রথম সন্তান ছিল ইমরান সাহানি। কিন্তু অভিযোগ ছিল বিয়ের পর থেকেই বাপের বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসার জন্য প্রায়ই চাপ দিত জাহাঙ্গির। কিন্তু নাসিয়া বিবি সেই টাকা এনে দিতে না পারলেই তার উপর চলত অকথ্য শারীরিক নির্যাতন। ফলে এক সময় জাহাঙ্গিরকে ছেড়ে নাসিয়া বিবি তার বাপের বাড়িতে চলে যায় দুই ছেলেকে নিয়ে।

কিন্তু পরে জাহাঙ্গির তার প্রথম ছেলে ইমরান সাহাজিকে নিজের কাছে নিয়ে আসে। এরপর ছোট ছেলে ইমরানকে মানুষ করার ছুতোয় সে দেগঙ্গার বাসিন্দা মনজুরা বিবিকে বিয়ে করে। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মনজুরা বিবির উপরেও সে বাপের বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসার জন্য চাপ দিতে থাকে। কিন্তু টাকা না পেয়ে ২০০৬ সালে ৭ মার্চ সে মনজুরা বিবিকে আগুনে পুড়িয়ে মারে। সেই সময় সাত বছরের ইমরান সাহাজি গোটা ঘটনা দেখে ফেলায় তাকেও আগুনে পুড়িয়ে নৃশংসভাবে খুন করে সে। তারপর পুলিশে অভিযোগ করা হলে গ্রেফতার হয় জাহাঙ্গির সাহাজি ও তার মা রোশনারা বিবি। কিন্তু পরবর্তীতে রোশনারা বিবি জামিনে ছাড়া পায়। এরপর থেকে এই মামলা চলতে থাকে বারাসত আদালতে। এই মামলার সরকার পক্ষের আইনজীবী রফিকুল ইসলাম জানান, গত ২৭ এপ্রিল এই মামলার বিচারক জাহাঙ্গির সাহাজি ও তার মা রোশনারা বিবিকে দোষী সাব্যস্ত করেন। এরপর শনিবার জাহাঙ্গিরকে ফাঁসির নির্দেশ ও তার মা রোশনারা বিবিকে যাবজ্জীবন সাজার নির্দেশ দেয় বারাসত আদালত।

হাবড়ায় সোনার দোকানদার চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাবড়া : শুক্রবার রাতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়ার বাউগাছি এলাকায় এক সোনার দোকানদারকে খুন করে বাড়ির কাছে ফেলে রেখে গেল দুষ্কৃতীরা। মৃতের নাম অজিত দে (৪৫)। বাড়ি হাবড়া থানার মছলন্দপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাইগাছি এলাকায়। স্থানীয় বাউগাছি স্কুল মোড়ের কাছে তার নিজের সোনার দোকান। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনকার মতো শুক্রবার রাত নটা নাগাদ তিনি দোকান বন্ধ করে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। কিন্তু রাত গভীর হলেও বাড়িতে ফেরেননি তিনি। ফলে, তার পরিবারের লোকজন রাতেই চারিদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দেয়। কিন্তু রাতে কোথাও খোঁজ মেলেনি তার। এরপর শনিবার সকালে তার বাড়ির কাছেই একটি ফাঁকা জায়গায় গাছের নিচে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় অজিত দে-র মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। তারা সারা শরীরে অন্তর্বাস ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এরপরই পুলিশে খবর দেয় স্থানীয় মানুষজন। পরে হাবড়া থানার পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে অজিত দে'কে। জানা যায়, রোজ রাতে দোকান বন্ধ করে টাকা ও সোনা ব্যাগে করে বাড়ি নিয়ে যেতেন তিনি। ফলে পুলিশ সন্দেহ করছে তার কাছ থেকে টাকা ও সোনা ছিনতাই করার উদ্দেশ্যেই দুষ্কৃতীরা সম্ভবত তাকে খুন করে থাকতে পারে। পাশাপাশি এই খুনের পেছনে পুরনো কোনও শত্রুতা রয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

অশোকনগরে স্কুলে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা,অশোকনগর : স্কুলের কম্পিউটার, মনিটর এবং অন্যান্য জিনিসপত্র সহ প্রায় আড়াই লক্ষাধিক টাকার মালপত্র চুরির ঘটনা ঘটল উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগরের নটনি হাইস্কুলে। শনিবার সকালে স্কুল খুলে স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী হারান চন্দ্র দাস দেখতে পান স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ঘরের লোহার জানলা ভাঙা। এরপর তিনি স্কুল কর্তৃপক্ষকে খবর দেন। পরে দেখা যায়, প্রধান শিক্ষকের ঘরে এলসিডি মনিটর স্ক্যানার, কম্পিউটার সিটিভি ও স্কুলের যাবতীয় তথ্য রাখার কম্পিউটারের হার্ডডিক্স চুরি হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি স্কুলের তিন তলায় কম্পিউটার রুম থেকে ১৯টি মনিটরও চুরি হয়ে গেছে। ঘটনায় অশোকনগর থানায় অভিযোগ জানায় স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাপস সোম চৌধুরী জানান, স্কুলে রাতে পাহারা থাকা সত্ত্বেও কী করে এত বড়ো চুরির ঘটনা ঘটল তা ভেবে উঠতে পারছি না। প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার উপরে মালপত্র চুরি হয়ে গেছে। এদিকে অভিযোগ পাওয়ার পরই ঘটনার তদন্তে নেমেছে অশোকনগর থানার পুলিশ।

পাসপোর্ট পেতে জীবিত মাকে মৃত দেখিয়ে হাবড়ায় পুলিশের জালে ধরা পড়ল ছেলে

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাবড়া : পাসপোর্ট পাওয়ার জন্য জীবিত মাকে মৃত দেখিয়ে অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়ল ছেলে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়া থানার হাটথুবা কলোনিপাড়া এলাকায়। অভিযুক্ত ছেলের নাম পার্থরঞ্জন দে (৪২)। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি নিজের পাসপোর্টের জন্য পার্থরঞ্জন দে তার মা ও বাবা ভারতে দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে বলে তার প্রমাণ হিসাবে তাদের ডেথ সার্টিফিকেট জমা দেয়। এরপর পার্থ'র পাসপোর্টের ভেরিফিকেশনের জন্য সেই ডেথ সার্টিফিকেটের ডকুমেন্টস হাবড়া ডিআইবিতে আসে। সেখানে এলে পার্থরঞ্জন দে'র বাবা ও মায়ের ডেথ সার্টিফিকেট দেখে সন্দেহ হয় স্থানীয় ডিআইবি আধিকারিক প্রভাত প্রামাণিকের। এরপর তিনি বিষয়টি হাবড়া থানায় জানান। অভিযোগ পাওয়ার পরেই হাবড়া থানার পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে হাবড়া পুরসভার সার্টিফিকেট, স্ট্যাম্প ও সই জাল করে এগুলি তৈরি করা হয়েছে। পার্থ'র মা খুকুরানি দে এবং পার্থ'র বাবা গান্ধিরঞ্জন দে নামে মৃত্যুর কোনও নথি নেই পুরসভায়। এরপরই অভিযুক্ত পার্থরঞ্জন দে'কে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশি জেরায় সে স্বীকার করে তার মা জীবিত রয়েছেন এবং বাবা কয়েক বছর আগে মারা গিয়েছেন। তারা কেউই ভারতীয় নন। বর্তমানে পার্থ'র মা বাংলাদেশে থাকেন।

কাটোয়া মহকুমায় পড়ুয়ার অভাবে শিশু শ্রমিক বিদ্যালয়গুলি ধুঁকছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাটোয়া : কাটোয়া মহকুমা জুড়ে শিশু শ্রমিক ও অসংগঠিত শ্রমিকদের শিশুদের জন্য গঠিত ন্যাশনাল চাইল্ড লেবার প্রোজেক্টের বিদ্যালয়গুলি ধুঁকছে পড়ুয়ার অভাবে এইরকমটাই অভিযোগ উঠছে। অভিযোগ যে প্রতিদিন নিয়মমাফিক ক্লাসও হয় না। খাতায় কলমে ছাত্র-ছাত্রী থাকলেও বিদ্যালয়মুখী হয় না অর্ধেকের বেশি সংখ্যক পড়ুয়া। যদিও সরকার এদের জন্য প্রচুর অর্থ খরচ করে থাকে। জানা গেছে, কাটোয়া ১ নম্বর ব্লকের অধীন রয়েছে ৪টি শিশু শ্রমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়গুলিতে খাতায় কলমে নিয়মমাফিক ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর থাকার কথা। কিন্তু বিদ্যালয়ে আসে মাত্র ২০ থেকে ২৫ জন। আরও অভিযোগ যে অনেকে শিশু শ্রমিক না হয়েও বিদ্যালয়ে নাম লিখিয়েছে। এরা শুধু সরকারের সুযোগ সুবিধে নেওয়ার জন্য খাতা কলমে নথিভুক্ত হয়ে আছে। সরকারি মাসিক ভাতা ১৫০ টাকা আর খাবারের জন্য। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ যে অধিকাংশ দিন ওই সব শিশু শ্রমিক বিদ্যালয়গুলিতে পঠনপাঠন হয় না। বন্ধ থাকে বেশিরভাগ দিন। এই প্রকল্পের কাজ যে ভাল মতো হচ্ছে না একথা স্বীকার করে নিয়েছেন এই প্রকল্পের সঙ্গে থাকা দায়িত্বশীল আধিকারিকরা। এখনও দেখা যায় কাটোয়া পুর এলাকাতেই বহু শিশু শ্রমিক রয়েছে। রয়েছে বহু ইটভাটাতে শিশু শ্রমিক। কিন্তু তাদের বিদ্যালয়মুখী করা খুব কঠিন কাজ।

এছাড়াও কাটোয়া পুর এলাকাতেও রয়েছে বহু শিশু শ্রমিক। পুর এলাকার বাগান পাড়াতে, মণ্ডলপাড়াতে, ডিভিসি গার্লস, ভারতী ভবন, জানকীলাল বিদ্যালয়ে পঠন পাঠন হলেও সব বিদ্যালয়ে হয় না। নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী থাকার কথা কিন্তু একটিতেও নেই। শিক্ষক, পিওন, অফিস কর্মী থাকলেও নেই শুধু মাত্র পড়ুয়া। মহকুমা শাসকের অফিস সূত্রে জানা গেছে যে, পড়ুয়াদের জন্য মাসিক ১৫০ টাকা ভাতা ও পেট পুরে খাবারের ব্যবস্থাও আছে। ৭ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত শিশুরা এই সব বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাবে। সরকার ওদের জন্য সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও মিলছে না পড়ুয়া। ফলে অনেক শিশু শ্রমিক বিদ্যালয় বন্ধের মুখে। এই প্রসঙ্গে মহকুমা শাসক খুরশিদ কাদরি বলেন আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়াতে হবে।

এই কাজ সকল মানুষকে বুঝতে হবে। উন্নয়নের পক্ষে কাজ দেখাতে হবে। পড়ুয়ার অভাবে বিদ্যালয়গুলি ধুঁকছে। অথচ কালনা ও কাটোয়া মহকুমা জুড়ে রয়েছে বহু ইটভাটা। আর ইটভাটার শ্রমিকদের শিশুরাই পড়াশোনার সুযোগ পাবে।